# বাজির দরে ম্যানেজারদের অবস্থান

প্রিমিয়ারশিপের অনেক হাই প্রোফাইল ম্যানেজারের চাকরি এখন হুকমির মুখে। ইংল্যান্ডের বাজিকর প্রতিষ্ঠানগুলোর চোখে চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার ক্ষেত্রে হট ফেবারিট কোন কোন ম্যানেজার...

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

কেভিন কিগান

**কেভিন কিগান (ম্যানচেস্টার সিটি) :** অত্যন্ত কুশলী, দক্ষ ও জনপ্রিয় এই ম্যানেজার এখন হট্ সিটে। তার ক্লাব ম্যানচেস্টার সিটি'র মৌসুমের শুরুটা দুর্দান্ত না হলেই তার চাকরিচ্যুতি নিশ্চিত। তার ক্ষেত্রে বাজির দর ৪-১। অর্থাৎ, 'মৌসুম শেষ হবার আগে কেভিন কিগান বরখাস্ত হবেন'-এর পক্ষে যদি কেউ ১ পাউন্ড বাজি ধরেন, আর যদি সত্যিই কিগান চাকরিচ্যুত হন তাহলে ঐ ব্যক্তি ৪ পাউন্ড পাবেন।

**ডেভিড ময়েস (এভারটন) :** সমর্থকদের মাঝে তার জনপ্রিয়তাও ব্যাপক। কিন্তু দলের বাজে ফলাফলে তার ওপর খড়্গ নেমে আসতে পারে। আর এভারটনের অবস্থা যেহেতু এবার ভালো নয়, সে ক্ষেত্রে ডেভিড ময়েসের বলির পাঁঠা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তার ক্ষেত্রে বাজির দর ৫-১। অর্থাৎ ১ পাউন্ড বাজি ধরলে ৫ পাউন্ড জিতবেন।

**হ্যারি রেডন্যাপ (পোর্টসমাউথ) :** ক্লাব চেয়ারম্যান মিলান ম্যান্ডারিকের সঙ্গে রেডন্যাপ-এর সম্পর্ক ভালো নয়। দলও যদি ভালো না খেলে, তাহলে রেডন্যাপকে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে। বাজির দর ৭-১।

**গ্রায়েম সাউনেস (ব্লাকবার্ন রোভার্স) :** গ্রায়েম সাউনেসের সঙ্গে বোর্ডের ভালো সম্পর্কই রয়েছে। গ্রীষ্মকালীন খেলোয়াড় কেনার ক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবুও গত মৌসুমের অবস্থা উন্নয়নের চাপ তার ওপর থাকবে। বাজির দর ৯-২। অর্থাৎ সাউনেসের চাকরিচ্যুতির পক্ষে কেউ ২ পাউন্ড বাজি ধরলে ৯ পাউন্ড পাবেন যদি তার চাকরি সত্যিই না থাকে।

**স্যার ববি রবসন (নিউক্যাসেল ইউনাইটেড) :** মৌসুম শেষে নিউক্যাসেলের সঙ্গে তার চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। চুক্তি নবায়ন করতে ক্লাব কর্তৃপক্ষ আগ্রহী নয়। তারপরও ক্লাব চেয়ারম্যান ফ্রেডি শেফার্ড দলের ফলাফলের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। মৌসুমের বাজে শুরু রবসনের চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ করার সুযোগ নাও দিতে পারে। বাজির দর ১৩-২।

**গ্যারি ম্যাগসন (ওয়েস্টব্রমউইচ্ অ্যালবিয়ান) :** গ্যারি ম্যাগসনের অবস্থান স্যার ববি রবসনের পর। বাজির দল ১০-১।

**স্টিভ ম্যাকলারেন (মিডলস্ ব্রা) :** গত মৌসুমে প্রিমিয়ারশিপের প্রথম ১০ দলের মধ্যে থাকতে পারেনি মিডলস্ ব্রা। কার্লিং কাপ না জিতলে হয়তো বরখাস্তই হতে হতো ম্যানেজার স্টিভ ম্যাকলারেনকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এবার তিনি বদ্ধপরিকর। যদিও তার ইংল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্ব নেবার সম্ভাবনাও প্রচুর। বাজির দর ১৪-১।

**পল স্টুরক (সাউদাম্পটন) :** খেলোয়াড়দের মাঝে তিনি খুব একটা জনপ্রিয় নন। ফলাফলে এটা প্রভাব ফেললে চাকরি হারাতে পারেন তিনিও। বাজির দর ১৪-১।

**ইয়াইন ডওয়ি (ক্রিস্টাল প্যালেস) :** প্যালেসকে প্রিমিয়ারশিপে তোলার ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। চেয়ারম্যান সিমন জর্ডানের সঙ্গে সম্পর্কও চমৎকার। তবুও দীর্ঘ মৌসুমের কোনো এক পর্যায়ে তিনি দায়িত্ব ছাড়তে বাধ্য হতেও পারেন। বাজির দর ১৬-১।

**ক্রিস কোলম্যান (ফুলহাম) :** তরুণ এই ম্যানেজার গত মৌসুমে ফুলহামের হয়ে চমৎকার কাজ করেছেন। গ্রীষ্মে অ্যান্ডি কোল, টমাস রডজিনস্কির মতো কার্যকর খেলোয়াড়দের কিনেছেন। আপাতত তার চাকরি হারানোর তাই ভয় নেই, যদি না খুব খারাপভাবে ব্যর্থ হন। বাজির দর ১৬-১।

**অ্যালান কারবিশলি (চার্লটন অ্যাথলেটিক):** চাকরি হারানোর চেয়ে অন্য ক্লাব তাকে টেনে নেবার সম্ভাবনাই বেশি। চার্লটনের ম্যানেজারের ক্ষেত্রে বাজির দর তাই ২৫-১।

**নাইজেল ওরদিংটন (নরউইচ সিটি) :** গতবার ডিভিশন ওয়ানে চ্যাম্পিয়ন হয়

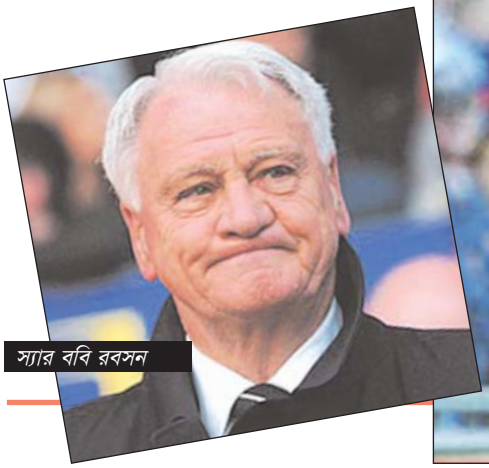
স্যার ববি রবসন

গ্রায়েম সাউনেস

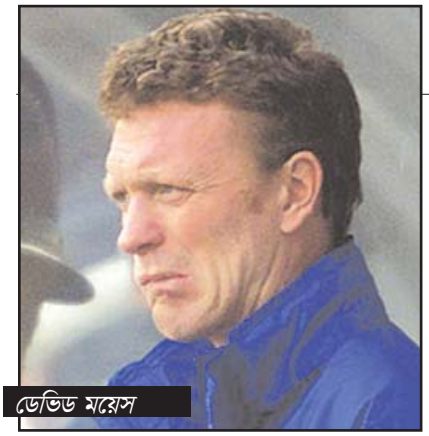

*ডেভিড ময়েস*

নরউইচ সিটি। ম্যানেজার ছিলেন নাইজেল ওরদিংটন। প্রিমিয়ারশিপেও তিনি আছেন। তবে শেষ পর্যন্ত থাকবেন কিনা বলা যাচ্ছে না। বাজির দরে তার অবস্থানও ২৫-১।

**স্যাম অ্যালারডাইস (বোল্টন) :** বোল্টনে তিনি এখন রীতিমতো কিংবদন্তি। ক্লাবের সঙ্গে তার দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি রয়েছে। এটা অকল্পনীয় যে, ক্লাব সেই চুক্তিভঙ্গ করবে। সে জন্যই তার ক্ষেত্রে বাজির দর ৩৩-১।

**ডেভিড ও'লিয়ারি (অ্যাস্টন ভিলা) :** তার সুযোগ্য নেতৃত্বেই অ্যাস্টন ভিলা গত মৌসুমে প্রিমিয়ারশিপে ৬ষ্ঠ অবস্থানে ছিলো। এবারও খারাপ করার সম্ভাবনা কম। তার পদচ্যুতি হবার ক্ষেত্রে বাজির দর ৩৩-১।

**স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসেন (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড) :** তিনি হয়তো কখনোই চাকরি হারাবেন না। কিন্তু এ মৌসুমে তার ওপর থাকবে প্রচন্ড চাপ। প্রিমিয়ারশিপের শিরোপা ফিরিয়ে আনা, চ্যাম্পিয়ন্স লীগে শিরোপার দাবিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা- এসব মিলিয়ে ফার্গুসেনের অবস্থা খুব ভালো নয়। বাজির দর ৩৩-১।

**জ্যাকুয়েস সান্টিনি (টটেনহাম হটস্পার):** স্পার্সের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ অংশ জ্যাক সান্টিনি। তার চাকরি হারানো প্রায় অসম্ভব। বাজির দর ৪০-১।

**রাফায়েল বেনিটেজ (লিভারপুল) :** জেরার্ড হুলিয়েরের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি বেনিটেজ। লিভারপুলকে প্রিমিয়ারশিপ জয়ের মতো অবস্থানে তাকে নিয়ে আসতে হবে। তবে সহসা চাকরি যাবার সম্ভাবনা তার নেই। বাজির দল ৫০-১।

**হোসে মারিনহো (চেলসি) :** মারিন হো'র অবস্থাও বেনিটেজের মতো। তবে আর্থিকভাবে অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ও উচ্চাভিলাষী ক্লাব চেলসি। রেজাল্ট না পেলে তাকে তাড়াতে দ্বিধা করবে না। বাজির দর ৫০-১।

**স্টিভ ব্রুস (বার্মিংহাম সিটি) :** তিনিও বেশ নিশ্চিন্তে। বাজির দর ৫০-১।

**আর্সেন ওয়েঙ্গার (আর্সেনাল) :** তিনি না চাইলে কখনো তার কাছ থেকে ম্যানেজারের পদ কেড়ে নেয়া হবে, এটা কেউ বিশ্বাস করে না। যতদিন চাইবেন ততদিনই তিনি এ চাকরি করবেন। সে জন্যই তার ক্ষেত্রে বাজির দর সবচেয়ে কম, ৬৬-১।

## এ সপ্তাহের খেলাধুলা

### নতুন ৩ জন

আগামী মাসে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং তার পূর্ববর্তী আয়ারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড সফরের জন্য ১৪ সদস্যের বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের ব্যাটসম্যান নাফিস ইকবাল, আফতাব আহমেদ এবং পেসার নাজমুল হোসেন দলে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছেন। এ তিন জনকে জায়গা করে দিতে সর্বশেষ দল থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে অলক কাপালি, ফয়সাল হোসেন ও আবদুর রাজ্জাককে। প্রথম দু'জনকে বাদ দেয়া হয়েছে ফর্মের কারণে। আর রাজ্জাককে তার অভিযুক্ত বোলিং অ্যাকশনের জন্য দলে নেয়া হয়নি। এশিয়া কাপে বাঁহাতি স্পিনার রাজ্জাকের অ্যাকশন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন ম্যাচ রেফারি। অ্যাকশন শোধরানোর জন্য ইংল্যান্ডে যাবেন তিনি।

হাবিবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন দলে ব্যাটসম্যান রয়েছেন ৬ জন, ৩ জন বোলিং অলরাউন্ডার, ১ জন উইকেটকিপার ও ৪ জন বোলার। দলের সদস্যরা হলেন হাবিবুল বাশার (অধিনায়ক), রাজিন সালেহ (সহ-অধিনায়ক) মোঃ আশরাফুল, জাভেদ ওমর, নাফিস ইকবাল, আফতাব আহমেদ, মুশফিকুর রহমান, খালেদ মাহমুদ, খালেদ মাসুদ, মোঃ রফিক, মানজারুল ইসলাম রানা, তাপস বৈশ্য, তারেক আজিজ ও নাজমুল হোসেন।

### ভিয়েরা নন, ওয়েন

রিয়াল মাদ্রিদের মূল সামার টার্গেট ছিল প্যাট্রিক ভিয়েরা। আর্সেনাল থেকে তাকে ছিনিয়ে আনতে পারেননি। তাই বলে দল বদলের বাজার একেবারে নিষ্ফলা হয়নি ফ্লোরেন্টিনা পেরেজের। লিভারপুল থেকে মাইকেল ওয়েনকে কিনে 'গ্যালাকটিকস্'টাকে আরো উজ্জ্বল করেছেন। ওয়েনের দলবদলের খবরটা আকস্মিক। প্যাট্রিক ভিয়েরার আশা তখনো ছাড়েনি রিয়াল। এর মধ্যেই হঠাৎ খবর চাউর হলো যে, লিভারপুল ছাড়ছেন ওয়েন। গন্তব্যে জানার প্রয়োজন বোধ করেনি কেউ। এই 'বিগ ফিশ্' যে রিয়ালের বড়শিতেই ধরা পড়বেন সেটা জানাই ছিল ফুটবলামোদীদের। ১৪.৭১ মিলিয়ন পাউন্ড ট্রান্সফার ফি'তে ওয়েনকে কিনেছে রিয়াল। একই সঙ্গে মিডফিল্ডার অ্যান্তনিও নুনেজকেও দিতে হচ্ছে। মাইকেল ওয়েনের সঙ্গে রিয়াল মাদ্রিদের চুক্তির মেয়াদ আপাতত ৪ বছরের। দু'পক্ষের সমঝোতায় সেটা বাড়তেও পারে। পারিশ্রমিক হিসেবে ওয়েন বছরে পাবেন ৬.১৩ মিলিয়ন ডলার।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, রিয়াল মাদ্রিদে ওয়েন খেলবেন কোথায়? রিয়ালের ডিফেন্স লাইন ততোটা শক্তিশালী নয়। এ কারণে ৪ জন ডিফেন্ডারের পাশাপাশি ৪ জন মিডফিল্ডার তাদের খেলাতেই হবে। অর্থাৎ ৩ জন স্ট্রাইকার নিয়ে খেলার কোনো অপশন নেই। এই স্ট্রাইকিং পজিশনের নিশ্চিত প্রথম পছন্দ রোনাল্ডো। দলে তার জায়গা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। পার্টনার হিসেবে কোচ সম্ভবত রাউলকেই বেছে নেবেন। কেননা রাউল পরীক্ষিত। বহু বছর ধরেই রিয়ালের অন্যতম ভরসা। এ কারণে প্রথম একাদশে ওয়েনের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অন্তত মৌসুমের শুরুতে তো নয়ই। রোনাল্ডো-রাউলের ইনজুরি কেবল খুলে দিতে পারে ওয়েনের ভাগ্য। অথবা বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নেমে অসাধারণ খেললেই তার প্রথম একাদশে আসা সম্ভব। নইলে ১১ নম্বর জার্সি গায়ে রিয়ালের সাবস্টিটিউট বেঞ্চে বসেই রোনাল্ডো-রাউলের গোল উৎসব দেখতে হবে ওয়েনকে।

### প্রথম সিরিজ জয়!

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সিরিজ জিতেছে শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় টেস্ট ৩১৩ রানের ব্যবধানে জিতে দু'টেস্টের সিরিজ জয় নিশ্চিত করে লঙ্কাবাহিনী। সিরিজের প্রথম টেস্ট ড্র হয়েছিল।

দ্বিতীয় টেস্টে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে শ্রীলঙ্কা ৪৭০ রান করে। কুমারা সাঙ্গাকারার কেরিয়ারের তৃতীয় ডবল সেঞ্চুরি শ্রীলঙ্কাকে রানের পাহাড়ে চড়ায়। জবাবে মাত্র ১৮৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ফলোঅনে পড়ে প্রোটিয়াসরা। কিন্তু তাদের আবার ব্যাটিং করায়নি মারভান আতাপাত্তু। বরং নিজেরা ব্যাটিং করতে নেমে দ্রুত রান করার দিকে মনোযোগ দেন। ৪ উইকেটে ২১১ রান করে দ্বিতীয় ইনিংস ডিক্লেয়ার করে শ্রীলঙ্কা। ৫০৭ রানের জয়ের টার্গেটের কথা প্রোটিয়াসরা নিশ্চয়ই ভাবেনি। তারা কোনো মতে সময় পার করে টেস্টটা ড্র করতে চেয়েছেন। বৃষ্টিও তাদের আশা জুগিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মাত্র ১৭৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। মেনে নেয় ৩১৩ রানের পরাজয়। প্রথম ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরির জন্য কুমারা সাঙ্গাকারা 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' হন। আর পুরো সিরিজে দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ চামিন্দা ভাস জেতেন 'ম্যান অব দ্য সিরিজে'র পুরস্কার।

**শাহেদ কামাল**